দুর্গাপুরে রাতে বাস চালানোর প্রতিশ্রুতি মন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ মিনিবাসের দাদাগিরির অভিজ্ঞতা দুর্গাপুরের আট থেকে আশির রয়েছে। অটো আর টোটোর দাদাগিরির তাতে নতুন সংযোজন হয়েছে। কম জনপ্রিয় রুট থেকে বাস-অটোর রুট বার করে শুধু ভিড়ের রুটে বাস-অটো চালানোর স্বভাব সেই বাম আমল থেকে চলে আসছে দুর্গাপুরে। আর বিরোধীরা বনধ ডাকলে দুর্গাপুরের অধিকাংশ মিনিবাস যেন আগ বাড়িয়ে বনধ সফল করার জন্য মিনিবাস চালানো বন্ধ করে দেয়। পুজোর আগে দুর্গাপুরে এসে পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দুর্গাপুর বাসীকে সুখবর শোনালেন। এবার থেকে দুর্গাপুরে রাতেও চলবে বাস তার প্রতিশ্রুতি দিলেন পরিবহনমন্ত্রী। ৩২ আসনের ছোট ছোট বেশ কিছু বাস দুর্গাপুরে চালাবে সরকার। বিজেপির ডাকা বনধে মিনিবাস মালিকদের বাস না চালানোকে ভালো মনে নেয় নি সরকার তাই সাফ বুঝিয়ে দেন সোজা কথার মানুষ শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সাফ বলেন, এবার আর দুর্গাপুরের মানুষকে মিনিবাস বা অন্যকিছুর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে না। দুর্গাপুরে রাতে সরকারি বাস চলবে বলে জানান পরিবহনমন্ত্রী। শনিবার দুর্গাপুরে এসবিএসটিসি-র নতুন বাস যাত্রী প্রতিক্ষালয় এবং নতুন চারটি রুটে নাইট সার্ভিস বাস চালু করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক, আভার চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আসানসোল এবং দুর্গাপুর থেকে খড়গপুর, হলদিয়া এবং বাঁকুড়া রুটে চলবে রাত্রীকালিন এসবিএসটিসি বাস। আসানসোল এবং দুর্গাপুরে ৪০টি পরিবেশবান্ধব সিএনজি বাস চালানোর কথা বলেন পরিবহনমন্ত্রী। আসানসোলের কালীপাহাড়ীতে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত বাস টার্মিনাস তৈরির কাজ চলছে বলে জানান। পরিবহনমন্ত্রী দাবি করেন, এসবিএসটিসি-র বার্ষিক আয় হত ৬০ কোটি এবং তা বেড়ে হয়েছে ১৭০ কোটি। দুর্গাপুরে আন্তরাজ্য বাস টার্মিনাল করার কথাও বলেছেন। আবার নতুন করে সাজতে চলেছে দুর্গাপুর। বেলঘরিয়া এবং দুর্গাপুরের পর জঙ্গলমহল পেতে চলেছে অত্যাধুনিক বাস ডিপো। সূত্রের খবর, ঝাড়গ্রামে হবে এই বাস ডিপো। দুর্গাপুরে সিপিএম বেসরকারি মিনিবাস এবং অটোর হাতে তুলে দেয় পরিবহণ ব্যবস্থা এবং শুরু হয় দাদাগিরি। পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে ফিরতে চলেছে দুর্গাপুরের বাস পরিবহণের নতুন দিন। পুজোর আগেই খুশির খবরে খুশি দুর্গাপুর।

যাত্রী প্রতিক্ষালয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ আসানসোল পুরনিগমের ৫৫ নং ওয়ার্ডে এক যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন করলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিডিএ-র চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ স্থানীয় কাউন্সিলর দীপা চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। এদিন কাউন্সিলরা দীপা চক্রবর্তী বলেন, বিধায়ক তহবিল থেকে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের নির্মাণ করা হয়েছে। মানুষের সুবিধার্থে এই প্রতীক্ষালয়টি তৈরি করা হল। বিধায়ক তথা মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মানুষের সুবিধার্থে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একাধিক প্রকল্প নিয়ে এসেছেন। আসানসোলে একাধিক উন্নয়ন হয়েছে। কুমারপুরের রেল ব্রিজ আজ থেকে অনেক বছর আগে রাজ্য সরকার নীল নক্সা তৈরি করেছিল। এদিন ঐ একই মঞ্চে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে আসানসোলে ১৫০০০ গরিব দুঃস্থদের বস্ত্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ আসন্ন দুর্গাপুজোতে গরিব দুঃস্থদের মুখে হাসি ফোটাতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রায় ১৫ হাজার নতুন জামাকাপড় তুলে দেওয়া হচ্ছে দুঃস্থদের হাতে। রবিবার বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় এই কাজের সূচনার মধ্য দিয়ে প্রায় ১৫০০ দুস্থ পরিবারের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন। দুর্গাপুজো মানেই নতুন জামাকাপড় আর দেদার মজা। তাতে যেন এলাকার মানুষের কোন খামতি না থাকে। সেকথা মাথায় রেখে বারাবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ বলে জানালেন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, ইটাপাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় এই কাজের সূচনা হলেও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এলাকায় ১৫ হাজার মানুষকে এই বস্ত্র প্রদান করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা প্রতিবছর এইভাবে পুজোর আগে বস্ত্র বিতরণ করে থাকি। পুজোর আগে এলাকার মানুষদের মধ্যে নতুন বস্ত্র হাতে পেয়ে হাসি ফোটে।

ঠিকাশ্রমিকের রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ রাজ্যের প্রথম পঞ্চায়েত পরিচালিত শিল্পতালুক বামুনাড়া - গোপালপুর শিল্পতালুকে এক বেসরকারি ইস্পাত কারখানার আবাসনে থাকা এক ঠিকা শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যুতে শিল্পতালুকে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বারবার বামুনাড়া - গোপালপুর শিল্পতালুকে ভিন রাজ্যের শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। কখনও মদ্যপ অবস্থায় নালায় পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু আবার কখনও আবাসনে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। রবিবার বামুনাড়া শিল্পতালুকে এক বেসরকারি ইস্পাত কারখানার ভিতরের নালায় এক ঠিকা শ্রমিকের দেহ পড়ে থাকতে দেখে অন্যান্য শ্রমিকেরা। রাতেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মদন রজক (৩৪) নামে এক ঠিকাশ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঠিকা শ্রমিকের বাড়ি বিহারে বলে জানা গিয়েছে কারখানা সূত্রে। পুলিশ এবং শ্রমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ঠিকাশ্রমিক মদন রজক অত্যধিক মদ পান করত। সে এক বেসরকারি কারখানার শ্রমিক হিসাবে পাঁচতলার আবাসনে থাকতো। পুলিশের অনুমান, অত্যধিক মদপান করে চরম নেশার ঘোরে সে পড়ে যায় নিচে। তার দেহ ঠিক পাশের অন্য একটি কারখানার ভিতরে পড়ে। সকালে অন্য শ্রমিকেরা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। অভিযোগ এই শিল্পতালুকের অধিকাংশ কারখানা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বেকার যুবকদের নিয়োগ না করে ভিন রাজ্য থেকে শ্রমিক নিয়ে আসে। এই ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের কারখানার ভিতরে গরু-ছাগলের মতো রেখে দেওয়া হয় লেবার কোয়ার্টারে বলে অভিযোগ। অবশ্য এই অভিযোগ, বালাজি গেটে শ্রমিকদের নিয়ে সভা করার সময় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি বিশ্বনাথ পাড়িয়ালও অভিযোগ তুলেছিলেন তার ভাষণে। অভিযোগ ভিন রাজ্যের এই শ্রমিকেরা কেমন আছে এবং কিভাবে আছে ও তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি আদৌ গুরুত্ব দেয় না শিল্পপতিরা। অভিযোগ কম বেতনে ভিন রাজ্য থেকে ধরে এনে প্রায় ক্রীতদাসের মতো পরিশ্রম করায়। এই শিল্পতালুকে বেআইনিভাবে দেদার মদ বিক্রি হওয়ায় ভিন রাজ্যের অধিকাংশ শ্রমিকেরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। আর মদপানের ফলে কখনও নালায় পড়ে আবার কখনও আবাসনের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু ঘটছে। স্থানীয় বেকারদের অভিযোগ, তারা কাজ পাচ্ছে না আর শিল্পপতিরা ভিন রাজ্য থেকে এনে কম বেতনে কাজ করাচ্ছে আর নেশায় সেই সব শ্রমিকেরা অপঘাতে মারা পড়ছে।

ডেঙ্গু রোধে পথে প্রাক্তন প্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ হাতে এখন অঢেল অবসর রামগোপালপুরের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বেগমের। যদি তিনি গলসি ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তবুও সেই কাজের চাপ আর নেই। কিন্তু পাঁচ বছর পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব সবচেয়ে ভালোভাবে পালন করার পরে তিনি বুঝতে পারেন এই মুহূর্তে ডেঙ্গু রোধে না নামলে ফল ভালো হবে না। ডেঙ্গু আতঙ্ক রুখতে আবার একক চেষ্টায় পথে নামলেন প্রাক্তন প্রধান। প্রাক্তন প্রধান ফজিলা বেগম বলেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক তাই তার কাজের কোন সীমা রেখা থাকে না। এলাকার মশার উপদ্রব বেড়েছে এবং দলের একজন মহিলা নেত্রী হিসাবে তিনি এগিয়ে এসে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্লিচিং ছড়াতে শুরু করেছেন বলে জানান প্রাক্তন প্রধান। এলাকার বিভিন্ন নালায় ব্লিচিং ছড়ান নিজের হাতে যাতে সব মানুষ এগিয়ে আসে এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে।

৯৯ বছরে হাজরা বাড়ির দেবী দুর্গা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ ২০১৯ এ শতবর্ষে পা দেবে আর ২০১৮ তে ৯৯ বছরে পা দিল হাজরা পরিবারের দেবী দুর্গা। হাজরা বাড়ির দেবীর আরাধনা এখনও আগের মতোই মহাধুমধাম করেই করেন বর্তমান প্রজন্ম। পরিবারের সূত্রে জানা গিয়েছে, তৎকালীন হাজরা পরিবারের কর্ত্রী দেবীর স্বপ্নাদেশ পান আর তারপরেই হাজরা বাড়ির দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু হয়। গৃহকর্ত্রী রামকুমারী দেবী সন্ধ্যাদীপ জ্বালতে যাওয়ার সময় দমকা হাওয়ায় নিভে যায় হাতের প্রদীপ। মন্দিরের দরজায় আলোর ঝলকানি দেখেন রামকুমারী দেবী। সেই রাতেই স্বপ্নাদেশ পান দেবীর। তাকে প্রতিষ্ঠা করে আরাধনা শুরু করার নির্দেশ দেন তিনি। অবশ্য আজকের মন্দিরের রূপ সে সময় ছিল না। খড়ের চাল আর মাটির দেওয়াল ছিল মন্দিরের। সেই সময়ের হাজরা পরিবারের কর্তা লালবিহারি হাজরা আসানসোল আদালতের আইনজীবি ছিলেন। বাড়িতে ফিরে সব শুনে তিনি শুরু করেন দেবীর আরাধনা। বছরটা ছিল ১৯১৯ সাল। হাজরা বাড়ির দেবীর মহাপ্রসাদ পেতেন গ্রামের সব পরিবার। বিশাল আয়োজন ছিল সে সময়ে। হাজরা পরিবারে বসত নহবত। বোধনের দিন থেকে শুরু হল অপূর্ব সানাইয়ের সুর। দুই বেলা সেই সানাইয়ের সুর ভেসে বেড়াত আকাশে বাতাসে। গোপালপুর গ্রামে হাজরা বাড়ির নহবতের সানাইয়ের সুর জানান দিত এবার উমার আসার সময় হয়েছে। হাজরা পরিবারের দেবী আরাধনার জাঁকজমক এখনও সেই পুরানো দিনকেই মনে পড়িয়ে দেয়। প্রবীণেরা বলেন, সে সময় এত আলোর ঝলকানি ছিল না। ডে লাইট আর হ্যাজাকের আলোয় অদ্ভুত এক আলো আঁধারির মধ্যে চলত দেবীর আরাধনা। সেই দিনটাই ছিল ভালো বলে মনে করেন প্রবীণেরা। নবীন প্রজন্ম কিন্তু এই আলোর মায়াবি খেলায় মেতে থাকতে চায়। আর প্রবীণ-নবীন হাত ধরাধরি করে সেই জাঁকজমক আজও বজায় রেখেছে হাজরা বাড়িতে।

পুজোর মুখে বেকার শ্রমিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ গলসি ১নং ব্লকে পারাজ মোড়ের কাছে একটি চালকল তালা দিয়ে চলে যায় এক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দশ কোটি টাকা অনাদায়ী থাকায় ব্যাঙ্ক কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। এই চালকলে প্রায় ৪০ জন কর্মী কাজ করছিল। চালকল শ্রমিকেরা অভিযোগ তোলে পুজোর মুখে তাদের চালকল বন্ধ করে দেওয়ার জেরে তারা তাদের বকেয়া এবং বোনাস কিছুই পাবে না। ধান সরবরাহকারীদের পক্ষ থেকে বিশ্বজিৎ মল্লিক বলেন, তারা প্রায় এক কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পাবেন এই চালকল থেকে। ব্যাঙ্ক তালা ঝুলিয়ে দেওয়ায় এই ধান সরবরাহকারীরা একেবারেই পথে বসে গেলেন। ধান সরবরাহকারীদের সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মল্লিক বলেন, তারা তাদের বকেয়া পাওনা কিভাবে আদায় করতে পারবেন তা তারা বুঝতে পারছেন না। চালকল শ্রমিকদের অভিযোগ, পুজোর মুখে এই পদক্ষেপ নেওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়ছেন তারা। চালকল মালিকদের সাথে যোগাযোগ করা যায় নি বলে তাদের মতামত পাওয়া যায়নি।

বাড়ির তালা ভেঙে চুরি, আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ পুজোর বাকি মাত্র আর কয়েকটা দিন। আর তার আগেই দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার অন্তর্গত পোস্টঅফিস পাড়ার বাড়ির তালা ভেঙে চুরি নগদ প্রায় ২৫ হাজার টাকা ও কিছু গয়না। দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি কারখানার কর্মী আদিত্য নারায়ণ নায়েক। ৩ মাস ধরে তিনি ভাড়া আছেন করঞ্জোপাড়া এলাকার পোস্ট অফিস পাড়ায়। আদিত্যনারায়ণ নায়েক উড়িষ্যার বাসিন্দা। শনিবার রাতে তিনি কাজে গিয়ে ছিলেন। রবিবার সকালে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন মূল দরজার তালা ভাঙা হয়েছে। বাড়ির ভিতরে সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে এবং যে লোহার রড দিয়ে তালা ভাঙ্গা হয়েছে সে রড দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ফেলে যায়। স্থানীয় কোকওভেন থানায় খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানান ভাড়াটিয়া। পুজোর আগে এই চুরির ঘটনায় এই এলাকার বাসিন্দারা যথেষ্ট আতঙ্কিত।

পান্ডবেশ্বরের কয়লাখনিতে ছাদ ধ্বসে চাপা পড়ল ২ শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ পান্ডবেশ্বরের খোট্টাডিহি কোলিয়ারিতে রবিবার ভোরে কর্মরত দুই শ্রমিকের ওপর কয়লাখনির ছাদ ধ্বসে পড়ে। এই দুই শ্রমিক শনিবার রাত থেকে কয়লাখনিতে কর্মরত ছিল। বিশাল ওজনবিশিষ্ট এই কয়লার নীচে চাপা পড়ে থাকা দুই শ্রমিককে উদ্ধারকাজে আসে ইসিএল-এর বিশেষ দল। দুই শ্রমিকের জীবিত থাকার সম্ভাবনা কম বলে জানা গেছে। বড়সড় বিপত্তি ঘটল পান্ডবেশ্বরের খোট্টাডিহি কোলিয়ারিতে। এই কয়লাখনির ওভারম্যান চন্দ্রশেখর গিরি (৪২) ও ড্রেসার কালেশ্বর মাহাতো (৪০) রবিবার ভোর ৪.২০ মিনিট নাগাদ খনিগর্ভে ড্রেসিং-এর কাজ করছিল। সেইসময় আচমকা তাদের ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়ে কয়লাখনির ছাদের বিরাট অংশ। চাপা পড়ে এই দুই শ্রমিক। এরপরে প্রথমে ২০ জন ইসিএল কর্মী তাদের উদ্ধারকাজ শুরু করে পরে কয়লাখনির ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের লোকেরা আসে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পার হলেও এখনও উদ্ধার করা যায়নি চাপা পড়ে থাকা এই দুই খনি শ্রমিককে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য খনিশ্রমিক মহলে। খনি শ্রমিকরা গাফিলতির অভিযোগ তুলছে ইসিএল-এর বিরুদ্ধে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়লার চাঙড়ের নীচে চাপা থাকা এই দুই কর্মীকে উদ্ধার করা যায়নি। দীর্ঘক্ষণ কয়লার নীচে চাপা থাকার কারণে দুজনের বেঁচে থাকার আর কোনও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সন্ধ্যার দিকে উদ্ধার কাজ শেষ হতে পারে বলেও জানা গেছে। এই ঘটনায় চাপা ক্ষোভ ইসিএল-এর বিরুদ্ধে।

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই
পঃবঃ ব্রাহ্মণ ৩০/৫'১" ফর্সা, সুশ্রী ইংরাজীতে এম.এ., বি.এড. সরকারি হাইস্কুলের সহশিক্ষিকা (WBSSC) পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। নরগণ এবং বাৎসব গোত্র ব্যতীত সবর্ণের অনূর্দ্ধ ৩৪ সম্ভ্রান্ত পরিবারের নেশাহীন নম্র রুচিশীল সুপ্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। বিজনেস ম্যান এবং এমএনসি তে কর্মরত পাত্র চলিবে না। হুগলি জেলা এবং পার্শ্ববর্তী অগ্রাগণ্য। মেবাইল নং ঃ ৮৯০০৩৪৫২৬০ সময় ঃ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ৯.৩০ পর্যন্ত

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
রোগী দেখছেন :- স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Ph: 9609538713, 9775781615, 03211- 255 222